

অনুয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি বা যুগ্ম পদ্ধতি

মিলের মতে বিচার্য ঘটনাটি যে-সব দৃষ্টান্তে উপস্থিত, তাদের ঠিক পূর্বগামী বা অনুগামী ঘটনাগুলির মধ্যে যদি আর একটি ব্যাপার নিয়ত উপস্থিত থাকে, এবং বিচার্য ঘটনাটি যে-সব দৃষ্টান্তে অনুপস্থিত, তাদের ঠিক পূর্বগামী বা অনুগামী ঘটনাগুলির মধ্যে যদি ঐ ব্যাপারটি নিয়ত অনুপস্থিত থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেটি বিচার্য ঘটনার কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ হবে।

সহজেই বলা যায় পর্যবেক্ষণলব্ধ দৃষ্টান্তগুলিতে যদি কোনো ঘটনা উপস্থিত থাকলে অন্য একটি ঘটনাও উপস্থিত থাকে, এবং ওই ঘটনাটি অনুপস্থিত থাকলে, অন্য ঘটনাটিও অনুপস্থিত থাকে, তা হলে অনুমান করা যায় যে, ওই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

ভিত্তি : যদি এমন হয় যে -

- ১) ক ঘটেনি অথচ খ ঘটেছে, তাহলে ক খ-এর কারণ নয়।
- ২) ক ঘটেছে, অথচ খ ঘটেনি, তাহলে ক খ-এর কারণ নয়।

এই সূত্র দুটিকে সংযুক্ত অবস্থায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় -

1) ক নেই। খ আছে।

ক আছে। খ নেই।

সুতরাং ক খ-এর কারণ নয়।

এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্জিত হল।

এবং 2) ক আছে। খ আছে।

ক নেই। খ নেই।

সুতরাং ক খ-এর কারণ।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনা নির্বাচন করা হয়।

কাজেই এখানে সংযুক্তভাবে অপসারণের সূত্র দুটির বক্তব্য হল
ঃ যদি এমন হয় যে, কয়েকটি দৃষ্টান্তে একটি বিশেষ পূর্বগামী
ঘটনা উপস্থিত থাকলে একটি বিশেষ অনুগামী ঘটনা উপস্থিত
থাকে এবং কয়েকটি দৃষ্টান্তে ওই বিশেষ পূর্বগামী ঘটনাটি
অনুপস্থিত থাকলে বিশেষ অনুগামী ঘটনাটিও অনুপস্থিত থাকে,
তাহলে পূর্বগামী এবং অনুগামী ওই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-
কারণ সম্বন্ধ থাকবে।

দুটি অপসারণ সূত্রের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই অন্বয়-ব্যতিরেকী
পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

বৈশিষ্ট্য :

১) অন্য-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে দুটি দৃষ্টান্তগুচ্ছ থাকে। একটি সদর্থক, অপরটি নঞর্থক। এখানে

১ক) সদর্থক দৃষ্টান্ত গুচ্ছের সব কটি দৃষ্টান্তে একটি পূর্বগামী ঘটনা এবং একটি অনুগামী ঘটনা সর্বদাই উপস্থিত থাকে।

১খ) নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছের সব কটি দৃষ্টান্তে ওই দুটি ঘটনা সর্বদাই অনুপস্থিত থাকে।

১গ) দুটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর সব ব্যাপারে দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ওই দুটি বিশেষ ঘটনার একত্র উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়।

১ঘ) সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ ওই দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে ওই দুটি ঘটনার একত্র অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ওই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

২) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি :

এখানে সদর্থক এবং নঞর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংগ্রহ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয়।

৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগ্ম পদ্ধতি বা সংযুক্ত পদ্ধতি বলা হয়। কেন না, এখানে -

৩ক) সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতির সাদৃশ্য বা অন্বয় লক্ষ্য করা হয় অর্থাৎ এখানে অন্বয় পদ্ধতি কাজ করে। আবার

৩খ) সদর্থক ও নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দুটি ঘটনার মধ্যে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য বা ব্যতিরেক লক্ষ্য করা হয় অর্থাৎ এখানে ব্যতিরেকী পদ্ধতি কাজ করে।

৪) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে দ্বৈত অন্বয়ী পদ্ধতি বলা হয়।
কারণ এখানে -

৪ক) সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতির
সাদৃশ্য বা অন্বয় লক্ষ্য করা হয়।

৪খ) নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে ওই দুটি ঘটনার একত্র
অনুপস্থিতির সাদৃশ্য বা অন্বয় লক্ষ্য করা হয়।

৪গ) এই উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সাদৃশ্য বা
অন্বয়ের ভিত্তিতে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়
করা হয়।

অর্থাৎ এখানে অন্বয় পদ্ধতিকেই ভাবমুখী ও অভাবমুখী -
দুইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৫) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে ‘পরোক্ষ ব্যতিরেকী পদ্ধতি’ বলা হয়।

অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি। তাই এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য। ব্যতিরেকী পদ্ধতি পরীক্ষণমূলক। তাই এর সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহলেও অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি পরোক্ষভাবে ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে না-বাচক দৃষ্টান্ত সংগ্রহে সাহায্য করে।। কেননা এখানে -

৬ক) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতির বিভিন্ন নঞর্থক দৃষ্টান্তে একটি ঘটনা সর্বদাই অনুপস্থিত থাকে। ব্যতিরেকী পদ্ধতি ওই ঘটনাটিকে ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

৬খ) এরপর ব্যতিরেকী পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণের সাহায্যে ওই ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারে।

৬গ) যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিতভাবে ওই ঘটনাটিকে কোন অনুগামী ঘটনার কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে পারে।

৬) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে অন্বয়ী পদ্ধতির উন্নততর রূপ বলা হয়। কেননা -

৬ক) অন্বয়ী পদ্ধতির বিভিন্ন দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এবং এর ভিত্তিতে কোনো ঘটনার সম্ভাব্য 'কারণ'-এর কথা বলা হয়।

উদাহরণ :

বিভিন্ন দৃষ্টান্তে A এবং a-দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি আছে।

সুতরাং A = কারণ।

৬খ) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতির বিভিন্ন নঞর্থক দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার একত্র অনুপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে, এখানে অন্বয়ী পদ্ধতিতে পাওয়া কারণটির সম্ভাব্যতা যাচাই করার সুযোগ থাকে।

উদাহরণ :

বিভিন্ন দৃষ্টান্তে A এবং a -দুটি ঘটনা উপস্থিত আছে।

বিভিন্ন দৃষ্টান্তে A এবং a-দুটি ঘটনা অনুপস্থিত আছে।

সুতরাং A = কারণ।

অর্থাৎ অন্বয়ী পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে আরও বেশী সম্ভাব্য হতে পারে।

৭) অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল আবিষ্কারের পদ্ধতি।

অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণমূলক। কেননা, এখানে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোনো ঘটনার কারণ আবিষ্কার করা যায়। তাই অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল আবিষ্কারের পদ্ধতি। কিন্তু তাহলেও কোনো ঘটনাকে পরীক্ষণমূলকভাবে প্রমাণ করার জন্য যে-প্রকল্প বা কাল্পনিক কারণ গঠন করতে হয়, সেই প্রকল্প গঠনে অন্বয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতির ভূমিকা অন্যান্য পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

অনুয়-ব্যতিরেকী পদ্ধতির দৃষ্টান্ত :

সাংকেতিক দৃষ্টান্ত :

সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

পূর্বগামী ঘটনা অনুগামী ঘটনা

(কারণ)

(কার্য)

ABC

abc

ACD

acd

ADE

ade

নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

পূর্বগামী ঘটনা অনুগামী ঘটনা

(কারণ)

(কার্য)

BCD

bcd

DEF

def

EFG

efg

সুতরাং A = কারণ।

a = কার্য

মনে করি $a =$ কার্য। এর কারণ কী ? a ঘটেছে এমন কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করা হল। দেখা গেল, অন্যান্য ঘটনা পরিবর্তিত হলেও a -এর পূর্বগামী ঘটনা হিসেবে A সর্বদাই উপস্থিত থাকছে। আবার a নেই এমন কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করা হল। দেখা গেল, অন্যান্য পরিবর্তিত ঘটনা উপস্থিত থাকলেও A একটিতেও উপস্থিত থাকছে না।

সুতরাং $A =$ কারণ।

$a =$ কার্য।

আমরা অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির যে ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছি তার কোনটিই কিন্তু যুক্তিবিদ মিলের অনুমোদিত নয়। মিল স্বয়ং সংযুক্ত পদ্ধতির যে রূপ কল্পনা করেছেন তা নিম্নরূপ :

ইতিবাচক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

নেতিবাচক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

ABC

def

-ABCD

-defg

ADE

dgh

-ADEF

-dghi

AFG

dij

-AEFG

-dhij

সুতরাং A d-এর কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ।

মনে করা যাক, আমরা d-এর কারণ নির্ণয় করতে চাই। ইতিবাচক দৃষ্টান্তগুলির থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সম্ভবত সাধারণ পূর্বগামী ঘটনা A-ই d-এর কারণ বা পর্যাপ্ত শর্ত বা কারণের অপরিহার্য অংশ। এখন একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে (বহু কারণ থাকতে পারে, যেহেতু মিল 'কারণ' বলতে পর্যাপ্ত শর্তকে বোঝেন)। সুতরাং কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন : না, d-এর কারণ প্রথম দৃষ্টান্তে B, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে D, তৃতীয় দৃষ্টান্তে হয়ত F। কিন্তু উক্তরূপ নেতিবাচক দৃষ্টান্তগুচ্ছ উত্থাপন করে দেখানো হয় যে, এ আপত্তি করা যায় না। কারণ - দেখা যায়, এ দৃষ্টান্তগুচ্ছে B,C,D,E,F,G - এদের সব কটি আছে অথচ কার্য নেই। সুতরাং B,C ইত্যাদির কোনটি d-এর কারণ হতে পারে না। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় : খুব সম্ভব A-ই d-এর কারণ।

বাস্তব দৃষ্টান্ত :

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেল চার থেকে দশ বছর বয়সের বেশ কিছু বাচ্চা ভীষণরকম মাথার যন্ত্রণায় ভোগে। চিকিৎসকরা এর কারণ নির্ণয় করার জন্য নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ ও কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলেন।

মাথার যন্ত্রণা আছে এমন কিছু বাচ্চাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া হল। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে সকল বাচ্চাদের মাথার যন্ত্রণা হয়, তারা সকলেই স্কুল থেকে বাড়ি গিয়ে বিকেলে কেউ ফুটবল খেলে, কেউ ক্রিকেট খেলে, কেউ গল্পের বই পড়ে, আবার কেউ পার্কে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ মারে। এসব বিষয়ে অমিল থাকলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা গেল। তারা সকলেই প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও সকালে অনেকক্ষণ সময় ধরে টিভিতে কার্টুন দেখে। (কার্টুনগুলি যেহেতু অ্যানিমেশান ফিল্ম, তাই এই অস্থির দ্রুত ছবিগুলি একটানা দেখবার ফলে তাদের চোখের ওপর চাপ পড়ে, যারজন্য মাথার যন্ত্রণা করে।)

এবার মাথার যন্ত্রণা নেই এমন কিছু বাচ্চাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া হল - দেখা গেল বাকি সব ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা তাদের মধ্যে থাকলেও তারা একজনও কার্টুন দেখে না। চিকিৎসকরা দেখলেন যেখানে যেখানে কার্টুন দেখা নামক ঘটনা আছে, ঠিক সেখানে সেখানে বাচ্চাদের মাথার যন্ত্রণা নামক ঘটনা আছে। আবার যেখানে যেখানে কার্টুন দেখা নামক ঘটনা নেই, সেখানে সেখানে মাথার যন্ত্রণা নামক ঘটনা নেই।

এই একটি বিষয়ের (কার্টুন দেখা) আলোচ্য ঘটনা (মাথার যন্ত্রণা) সদর্থক দৃষ্টান্তে সহ-উপস্থিতি এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে সহ-অনুপস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত করা হল যে টিভিতে সন্ধ্যা সকাল অধিকক্ষণ ধরে কার্টুন দেখাই মাথার যন্ত্রণার কারণ।

আমরা নিম্নে একটি টেবিলের আকারে ঘটনাগুলিকে সাজাতে পারি।
সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

দৃষ্টান্ত

পূর্ববর্তী ঘটনা

অনুবর্তী ঘটনা

১. নরেন: কার্টুন দেখা, ফিল্ম দেখা
গল্পের বই পড়া, ক্রিকেট খেলা।

২. নরেশ: কার্টুন দেখা, ফুটবল খেলা
সাঁতার কাটা।

৩. গোপাল: কার্টুন দেখা, পার্কে
দৌড়ঝাঁপ মারা, ছবি আঁকা।

মাথার যন্ত্রণা, পেটে ব্যাথা,
পড়াশোনায় অমনোযোগী।

মাথার যন্ত্রণা, খাওয়ার অনিয়ম
মাথার যন্ত্রণা, অস্থিরতা।

মাথার যন্ত্রণা, সর্দিকাশি
খাওয়ার অনিচ্ছে।

নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ

১. নরেন : গল্পের বই পড়া, ক্রিকেট খেলা পেট ব্যথা, পড়াশোনায় অমনোযোগী
 ২. নরেশ : ফুটবল খেলা, সাঁতার কাটা। খাওয়ার অনিচ্ছা, অস্থিরতা।
 ৩. গোপাল : পার্কে দৌড়ঝাঁপ, ছবি আঁকা সর্দি-কাশি, খাওয়ায় অনিচ্ছা।
- সুতরাং কার্টুন দেখাই হল মাথা যন্ত্রণার কারণ।

অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা

১) আমরা পূর্বেই জানি অন্বয়ী পদ্ধতি অপসারণ সূত্রের সাহায্যে অ-কার্যকে অপসারণ করতে পারে। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতি অপসারণের সূত্র দিয়ে অ-কারণকে অপসারণ করতে পারে। সংযুক্ত পদ্ধতি যেহেতু এই দুই পদ্ধতির সম্মিলিত রূপ, তাই অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে অ-কার্য এবং অ-কারণ উভয়ই অপসারণ করা সম্ভব। অর্থাৎ যা কার্য নয়, এমন অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাকে এই পদ্ধতির সাহায্যে যেমন সহজেই বাদ দেওয়া যায়, তেমনি যা কারণ নয় তাও এই পদ্ধতির সাহায্যে বাদ দেওয়া যায়।

২) অন্বয়ী পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্বন্ধে যে আভাস দেয়, সংযুক্ত পদ্ধতি নঞর্থক দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেই আভাসকে প্রায় প্রমাণের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

৩) যেহেতু এখানে দু-প্রকার অন্বয় অর্থাৎ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির অন্বয় দেখে সিদ্ধান্ত করা হয়, সেহেতু অন্বয়ী বা ব্যতিরেকী পদ্ধতি অপেক্ষা সংযুক্ত পদ্ধতির সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা অনেক বেশী।

৪) মিলের মতে সংযুক্ত পদ্ধতি দ্বৈত অন্বয়ী পদ্ধতি। এর অর্থ এই পদ্ধতি দু-প্রকার অন্বয় বা দ্বিমুখী অন্বয় (দৃষ্টান্তগুচ্ছের মধ্যে দুটি ঘটনা আছে এবং দুটি ঘটনা নেই) এর ওপর নির্ভর করে। তাই সংযুক্ত পদ্ধতি একান্বয়ী পদ্ধতির অর্থাৎ অন্বয়ী পদ্ধতির একটি উন্নত রূপ বলে মিল ব্যাখ্যা করেছেন।

৫) যেহেতু সংযুক্ত পদ্ধতি মূল দুটি পদ্ধতির অর্থাৎ অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংমিশ্রণ, তাই এই দুটি পদ্ধতির যাবতীয় সুবিধা এই পদ্ধতিতে বর্তমান।

সংযুক্ত পদ্ধতির অসুবিধা

অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি বা এই দুই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগের জন্য যে সকল শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, সেগুলো পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন বলে মিল সংযুক্ত পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্থক পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র অনেক ব্যাপক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হল যেখানে ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ অচল, সেখানে এই পদ্ধতি নিশ্চিত্তে প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ নির্ভর হওয়াতে পর্যবেক্ষণের দোষ-ত্রুটি এই পদ্ধতি থাকার সম্ভবনা প্রবল। আবার এই পদ্ধতি অপর্ষবেক্ষণের দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। যেটি প্রকৃত কারণ সেটি দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যেতে পারে। এই পদ্ধতিও কার্য-কারণকে একই কারণের দুটি কার্য থেকে পৃথক করতে পারে না।

এই পদ্ধতিও সহঅবস্থানকে পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে পৃথক করতে না পেরে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ বলা হয় যে এই পদ্ধতি বহু-কারণের সম্ভাবনা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। কিন্তু নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছকে যদি ব্যপক করা যায় এবং যেগুলিকে কারণ মনে করার সম্ভাবনা আছে, সেগুলির কারণ হবার সম্ভাবনাকে যদি নিঃশেষ করা যায় তবেই বহু কারণের সম্ভাবনা একেবারে দূর হতে পারে।

যুক্তিবিদ কোহেন ও নাগেলের মতে, মিল সংযুক্ত পদ্ধতির যে সূত্রটি বিবৃত করেছেন, সেটি ত্রুটিপূর্ণ। মিলের সূত্র অনুযায়ী এক ধরনের অর্থাৎ সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে, যেখানে আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত, সেই দৃষ্টান্তগুলিতে একটিমাত্র সাধারণ ঘটনা উপস্থিত থাকবে। দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টান্তগুচ্ছে আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত থাকবে না এবং দৃষ্টান্তগুচ্ছে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে, যাতে আলোচ্য ঘটনার অনুপস্থিতি ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন সাধারণ ঘটনার দিক থেকে মিল থাকবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে যে-কোন কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, যেহেতু একটি মাত্র বিষয়ের অনুপস্থিতির দিক থেকেই তাদের মধ্যে মিল থাকবে।

ধরা যাক আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ আবিষ্কার করতে চাই। সংযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদকারী কিছু সংখ্যক দম্পতিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে আমাদের এমন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হবে যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুপস্থিত। অর্থাৎ কিনা শিশু, অবিবাহিত ব্যক্তি এদের নিয়ে পরীক্ষণ কার্য চালাতে হবে, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ আবিষ্কার করার জন্য শিশু, অবিবাহিত ব্যক্তিদের নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। কাজেই সমালোচকদ্বয় মনে করেন যে মিল যেভাবে সূত্রটির বিবৃতি দিয়েছেন তাকে সংশোধিত করে অন্যভাবে বিবৃত করতে হবে যে, নঞর্থক দৃষ্টান্তগুলি এমন ধরনের হবে যে, যদি উপযুক্ত শর্তগুলি যুগিয়ে দেওয়া যায়, তবে আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত থাকতে সমর্থ হবে।

অন্বয়ী পদ্ধতির মূল্য

কোন ঘটনার কারণ বা কার্য নির্ণয় করতে গেলে যদি কেবল অন্বয়ী পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা একপেশে হয়ে যাবে। কারণ, সেক্ষেত্রে দুটি ঘটনার মধ্যে কেবল সাদৃশ্য লক্ষ্য করা হবে, বৈসাদৃশ্যের দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে না। আবার ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে হুবহু একই রকম দুটি দৃষ্টান্ত বার করতে হবে যেখানে একটি ঘটনা ছাড়া আর সব বিষয়ে মিল থাকবে। কিন্তু এমন দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই উক্ত দুটি পদ্ধতির অসুবিধার দিকটি বিবেচনা করলে অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি অর্থাৎ সংযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ অনেকাংশে ভালো বলা যেতে পারে। কোন বড় দল বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে সংযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহারের ফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন হল : অন্বয়ী ও ব্যতিরেকীর সংযুক্ত পদ্ধতিকে কি
আবিষ্কার ও প্রমাণের পদ্ধতি বলা যায় ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, অন্বয় ও
ব্যতিরেকীর সংযুক্ত পদ্ধতিকে আবিষ্কার ও প্রমাণের পদ্ধতি
হিসাবে গণ্য করা চলে না। অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংযুক্ত
রূপ হল অন্বয় ও ব্যতিরেকীর সংযুক্ত পদ্ধতি। তাই উভয়
পদ্ধতির যাবতীয় দোষ-ত্রুটি এই পদ্ধতিতেও যে থাকবে তা আর
বলার অপেক্ষা রাখে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ